ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 1 ● Issue - 15 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ১৭১ ● কলকাতা ● ১০ আষাঢ়, ১৪৩২ ● বুধবার ● ২৫ জুন ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

বোমাতঙ্কের তদন্তে নেমে চমকে গেলেন দুঁদে গোয়েন্দারা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কী কাণ্ড! প্রেমে প্রত্যাখ্যানের প্রতিশোধ! প্রেমিকের নামে একাধিক জায়গা উড়িয়ে দেওয়ার ইমেল পাঠালেন প্রেমে প্রত্যাখ্যাত ওই মহিলা ইঞ্জিনিয়ার। তদন্তে নেমে রীতিমতো চমকে গেল দুঁদে গোয়েন্দারা। সম্প্রতি ইমেলের মাধ্যমে আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়াম এবং ১২টি রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বিস্ফোরণের হুমকি দেওয়া হয়েছে।

এরপর ৩ পৃষ্ঠায়

অনুব্রত কাণ্ডে পুলিশ সুপারকে দিল্লি তলব জাতীয় মহিলা কমিশনের

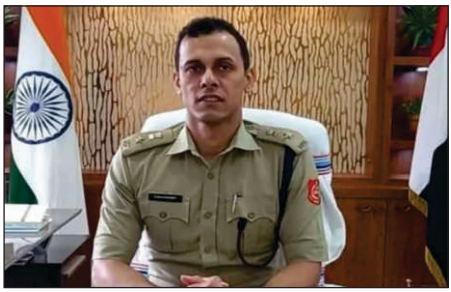

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

সিউড়ি: অনুব্রত কাণ্ডে বীরভূমের পুলিশ সুপার আমনদীপকে দিল্লিতে তলব জাতীয় মহিলা কমিশনের। ১ জুলাই তাঁকে দিল্লিতে কমিশনের দপ্তরে হাজিরা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। তবে বিকল্পও দেওয়া হয়েছে। পুলিশ সুপার হাজিরা দিতে না পারলে তদন্তকারী অফিসারকে হাজিরা দিতে হবে। কেউই হাজিরা না দিলে ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছে কমিশন।সেই উত্তর দেওয়ার পর আজ, মঙ্গলবার পুলিশ সুপারের দপ্তরে একটি চিঠি এসেছে। যেখানে তাঁকে ১ জুলাই হাজিরা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। তবে পুলিশ সুপার যেতে না পারলে তদন্তকারী অফিসার অর্থাৎ বোলপুরের এসডিপিও রিকি আগারওয়ালকে পাঠাতে হবে। কেউ না গেলে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন জানিয়ে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছে কমিশন। এই তলব পাওয়া নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি পুলিশ সুপার আমনদীপ। তিনি হাজিরা দেবেন কি না, তাও

এরপর ৪ পাতায়

ইরান - ইসরায়েল সংঘর্ষে আমেরিকার অর্থনীতির ওপর চাপ সৃষ্টি হতে পারে

বেবি চক্রবর্ত্তী

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বলেছেন, বি-২ বোমারু বিমান ইরান ও ইসরায়েলকে 'চিরকালের' যুদ্ধবিরতিতে নিয়ে এসেছে ইরানের বিরুদ্ধে ইসরায়েলের অবিরাম সামরিক অভিযান শুরুর বারো দিন পর তেহরান ঘোষণা করেছে যে তারা যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হয়েছে, যার ফলে গুরুত্বপূর্ণ পারমাণবিক ও সামরিক স্থাপনা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং শত শত বেসামরিক লোক নিহত হয়েছে।

কাতারে মার্কিন ঘাঁটিতে প্রতিশোধমূলক ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে ইরান

বি-২ বোমারু বিমান ইরান ও ইসরায়েলকে 'চিরকালের' যুদ্ধবিরতিতে নিয়ে এসেছে, ট্রাম্প বলেছেন,"তেহরান অভ্যন্তরীণ ইভিন কারাগার বোমা দিয়ে নয় বরং জনগণের ইচ্ছায় ধ্বংস করার জন্য তৈরি করা হয়েছিল। ইরানের সবচেয়ে কুখ্যাত কারাগার, ইভিনে আমি সময় কাটিয়েছি, যেটি সোমবার ইসরায়েল বোমা মেরেছিল। আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের মধ্যে অর্ধ ডজনও সেখানে ছিলেন"। আমরা কি এটিকে সমতল করতে চাই, একটি পার্কে পরিণত করতে চাই? হ্যাঁ। আমরা কি এটি বোমা হামলায় খুশি? না।

ইরান তৈল সম্পদের জনক

ইরান - ইজরায়েলের সংঘর্ষে মধ্যস্থতায় না গিয়ে আমেরিকা ইজরায়েলের হয়ে মিলিত ভাবে হামলা চালায় ইরানের মাইক্রোসফট অফিসে সেক্ষেত্রে ইরান তৈল সম্পদ রপ্তানি বন্ধ করে দিলে আমেরিকায় খনিজ তেলের দাম বৃদ্ধি পেতে পারে তাঁর প্রভাব পড়তে পারে আমেরিকার অর্থনীতির ওপর। সেজন্য তরিঘড়ি করে যুদ্ধ বিরতির ঘোষণা ডোনাল্ড ট্রাম্পের মুখে।

দিঘার জগন্নাথ মন্দিরের প্রসাদ পৌঁছে গেল হরিপালের গ্রামে গ্রামে

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, হরিপাল, হুগলি

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় দীঘায় সম্প্রতি উদ্বোধন হওয়া জগন্নাথ দেবের মন্দিরের প্রসাদ রেশন দোকান গুলির মাধ্যমে হরিপালের শ্রীপতিপুর ইলিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন বিভিন্ন গ্রামগুলির বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেওয়া হল। আজকের এই প্রসাদ বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শ্রীপতিপুর ইলিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান এবং উপপ্রধান যথাক্রমে অর্চনা কোলে সঞ্জয় ধাড়া এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন হরিপাল পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য নিতাই মোহন মুখোপাধ্যায় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য অমিত মালিক জ্যোতিব্রত রায় সহ বিভিন্ন জনপ্রতিনিধিরা। রাজ্য সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী আগামী রথযাত্রা উৎসবের মধ্যেই এই প্রসাদ বিতরণ শেষ করতে হবে। তাই অত্যন্ত দ্রুত গতিতে প্রশাসন প্রসাদ বিতরণ পর্বকে এগিয়ে নিয়ে যেতে তৎপর রয়েছেন। গ্রামের মানুষদের শতস্ফূর্তভাবে এগিয়ে এসে প্রসাদ নিতে দেখা যায়।

চীনের কিংদাও – এ এসসিও প্রতিরক্ষা মন্ত্রীদের বৈঠকে যোগ দিচ্ছেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

চীনের কিংদাও – এ ২৫ ও ২৬ জুন সাংহাই সহযোগিতা সংগঠন (এসসিও) – এ প্রতিরক্ষা মন্ত্রীদের বৈঠকে যোগ দিতে উচ্চ পর্যায়ের ভারতীয় প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব করবেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রী রাজনাথ সিং। এসসিও সদস্য রাষ্ট্রগুলির প্রতিরক্ষা মন্ত্রীদের মধ্যে সহযোগিতা সহ আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক শান্তি- সুরক্ষা, সন্ত্রাস প্রতিরোধ সহ নানা বিষয় নিয়ে বৈঠকে আলোচনা হতে পারে। আন্তর্জাতিক শান্তি ও সুরক্ষার আরও বৃহত্তর লক্ষ্য অর্জনে ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গী তুলে ধরার পাশাপাশি এসসিও-র নীতি ও প্রস্তাবগুলির প্রতি ভারতের দায়বদ্ধতার দিকটিকেও তুলে ধরা হবে। এ'ছাড়াও সন্ত্রাস ও উগ্রপন্থা দমনে সম্মিলিত প্রয়াস সহ এসসিও-ভুক্ত দেশগুলির মধ্যে বাণিজ্য, অর্থনৈতিক সহযোগিতা এবং সংযোগ সম্পর্ক আরও প্রসারের ওপরও গুরুত্ব দেওয়া হবে। বৈঠকের পাশাপাশি চীন, রাশিয়া সহ অংশগ্রহণকারী দেশগুলির প্রতিরক্ষা মন্ত্রীদের সঙ্গেও দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করবেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী।

বহুপাক্ষিকতা, রাজনৈতিক বিষয়, নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক এবং এসসিও-ভুক্ত দেশগুলির মধ্যে নাগরিকদের যোগাযোগ সম্পর্ক গড়ে তোলার উপর ভারত এই বৈঠকে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। এসসিও-ভুক্ত দেশগুলির মধ্যে সার্বভৌমত্ব, আঞ্চলিক সংহতি সহ কোনও দেশের অন্যের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা, পারস্পরিক সম্মান এবং সদস্য দেশগুলির মধ্যে সমতা ও বোঝাপড়ার নীতিকে এসসিও বিশেষ প্রাধান্য দিয়ে থাকে।

২০০১ সালে আন্তঃ সরকারি সংগঠন হিসেবে এসসিও প্রতিষ্ঠিত হয়। ২০১৭ সালে ভারত তার পূর্ণ সদস্য হয়। এরপর, ২০২৩ সালে এসসিও-র পৌরোহিত্য করে ভারত। এসসিও সদস্য দেশগুলির মধ্যে রয়েছে – ভারত সহ কাজাখস্তান, চীন, কিরগিজস্তান, পাকিস্তান, রাশিয়া, তাজাখস্তান, উজবেকিস্তান, ইরান এবং বেলারুশ। ২০২৫ সালে এসসিও-র পৌরোহিত্য করেছে চীন।`সাংহাই ভাবধারাকে তুলে ধরা : এসসিও এগিয়ে চলেছে' - এটাই এ'বছরের বৈঠকের থিম।

(১ম পাতার পর)

বোমাতঙ্কের তদন্তে নেমে চমকে গেলেন দুঁদে গোয়েন্দারা

ফেব্রুয়ারিতে প্রভাকর অন্য একটি মেয়েকে বিয়ে করলে তাঁর স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। এরপরেই তিনি তাঁকে জব্দ করার পরিকল্পনা সাজায়। প্রথমে তিনি তাঁকে ফাঁসানোর জন্য, বিভিন্ন ইমেল আইডি তৈরি করেন। যার মধ্যে কিছু প্রভাকরের নামে ছিল। ভালোবাসায় অন্ধ হয়ে, জোশিলদা তাঁর প্রযুক্তিগত জ্ঞান ব্যবহার করে আতঙ্ক ছড়িয়ে দেন। কিন্তু তাঁর প্রতারণামূলক ইমেলের কারণে নিরীহ মানুষদের উপর প্রভাব পড়েছে। কেননা জোশিলদা বেনামি অ্যাকাউন্ট থেকে নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়াম, বিজে মেডিকেল কলেজ এবং আহমেদাবাদের কমপক্ষে দুটি স্কুল উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দিয়ে ইমেল পাঠিয়েছিলেন। এছাড়াও গুজরাত ছাড়াও তিনি ১১টি রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে কিছু ধর্মীয় শোভাযাত্রা বা VIP-দের পরিদর্শনের আগে প্রেমিকের নামে ইমেল পাঠান। এছাড়া মহারাষ্ট্র, রাজস্থান, তামিলনাড়ু, দিল্লি, কর্ণাটক, কেরালা, বিহার, তেলেঙ্গানা, পাঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশ এবং হরিয়ানার বিভিন্ন স্থানে বোমা বিস্ফোরণের ইমেল পাঠান। যাতে তাঁর প্রেমিক ফেঁসে যায়। এরপরেই বিভিন্ন রাজ্যের পুলিশ আহমেদাবাদের সাইবার ক্রাইম পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তবে জোশিলদা খুবই বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে তাঁর প্রেমিককে ফাঁসানোর পরিকল্পনা করেছিলেন। তবে, তিনি একটি ছোট ভুল করে ফেলেন, সেই কারণেই তাঁকে ধরা সম্ভব হয়। পুলিশ কর্মকর্তা জানান, "আমরা অনেক দিন ধরেই তাকে ট্র্যাক করছিলাম। সে খুব চালাক ছিল এবং তার ভার্চুয়াল ট্রেস প্রকাশ করেনি, কিন্তু তার একটি ছোট ভুলের কারণে, আমরা তাকে ট্র্যাক করে চেন্নাইয়ের তার বাড়ি থেকে তাকে ধরে ফেলি। ইতিমধ্যেই জোশিলদার বিরুদ্ধে উল্লেখযোগ্য ডিজিটাল এবং কাগজের প্রমাণ উদ্ধার করেছে। আমরা বলতে পারি যে আমরা একটি বড় মডিউল ভেঙে ফেলেছি।" নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে বোমা হুমকি ইমেলে বলা হয়েছিল, 'স্টেডিয়ামে সফলভাবে বোমা লাগানো হয়েছে। পারলে স্টেডিয়ামটি বাঁচাও।' অন্যদিকে এয়ার ইন্ডিয়া দুর্ঘটনার পর বিজে মেডিকেল কলেজে একটি মেইলে পাঠিয়ে বলা হয়েছিল যে, "আমার মনে হয় এখন তুমি ক্ষমতার অধিকারী। গতকাল যেমন আমরা তোমাকে মেইল পাঠিয়েছিলাম, আমরা আমাদের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানটি বিধ্বস্ত করেছি। আমরা জানি পুলিশ বিমান দুর্ঘটনাটিকে একটি প্রতারণা ভেবেছিল এবং এটিকে উপেক্ষা করেছিল। আমাদের পাইলটকে সাধুবাদ। এখন তুমি জানো আমরা খেলছি না।"সেই ইমেলের তদন্তে নেমে একটি চমকপ্রদ প্রেম আখ্যান আবিষ্কার করলেন পুলিশ। জানা যায়, চেন্নাইয়ের একটি বহুজাতিক সংস্থার একজন মহিলা নির্বাহীর দ্বারা এই ইমেলগুলি করা হয়েছিল। যিনি তাঁর প্রেমিকের নাম ব্যবহার করে বোমা হুমকির পাঠিয়েছিলেন। যাতে তাঁর প্রেমিক ফেঁসে যায়। কেননা ওই ব্যক্তি তাঁর প্রেমের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিল। অবশেষে পুলিশ মহিলাকে গ্রেফতার করেছে। সূত্রের খবর, অভিযুক্ত মহিলাটি স্বপ্ন দেখেছিলেন ওই ব্যক্তি তাঁর স্বামী হবেন। কিন্তু ওই পুরুষ তাঁর সমস্ত স্বপ্ন চুরমার অন্য একজন মহিলাকে বিয়ে করে নেন। যা অভিযুক্ত রেনে জোশিলদা একেবারে মেনে নিতে পারেননি। তাই তিনি ওই পুরুষের বিরুদ্ধ প্রতিশোধ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন এবং ওই পুরুষের জীবনে সর্বনাশ ডেকে আনার জন্য প্রতারণার আশ্রয় নেন।

পুলিশ জানিয়েছে, মহিলা তাঁর পরিচয় এবং অবস্থান লুকানোর জন্য জাল ইমেল আইডি, ভার্চুয়াল প্রাইভেট নেটওয়ার্ক (ভিপিএন) এবং ডার্ক ওয়েব ব্যবহার করত। এবং সেগুলিতে প্রেমিকের নাম ব্যবহার করে হুমকি দিতে শুরু করেন। অবশেষে ট্রেকিং করে তাঁর খোঁজ মেলে এবং শনিবার চেন্নাইয়ে তাঁর বাসভবন থেকে অভিযুক্ত ইঞ্জিনিয়ারকে গ্রেফতার করে আহমেদাবাদ সাইবার ক্রাইম পুলিশ। রোবোটিক্সে প্রশিক্ষিত জোশিলদা ২০২২ সাল থেকে চেন্নাইয়ের একটি বহুজাতিক সংস্থায় সিনিয়র পরামর্শ দাতা হিসেবে কাজ শুরু করেন। তিনি চেন্নাই থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি অর্জন করেছিলেন। পাশাপাশি তিনি রোবোটিক্সের উপর একটি কোর্স করেন। এরপর তিনি চেন্নাইয়ের একটি বহুজাতিক সংস্থায় নির্বাহী প্রকৌশলী হিসেবে যোগ দেন। তবে বর্তমানে তিনি ডেলয়েটে একজন সিনিয়র কনসালট্যান্ট। এই বিষয়ে আহমেদাবাদের যুগ্ম পুলিশ কমিশনার শরদ সিংহল জানিয়েছেন যে, প্রেমিককে প্রতারণা করার জন্যে জোশিলদা প্রথমে বিভিন্ন ইমেল আইডি তৈরি করেছিলেন। যার মধ্যে কিছু দিবিজ প্রভাকরের নামে ছিল, যাঁকে তিনি বিয়ে করতে চেয়েছিলেন। তিনি দিভিজ প্রভাকরকে ভালোবাসতেন। কিন্তু তাঁর প্রেম একতরফা ছিল।

কল্যাণময়ের জামিন হয়েও মুক্তি হলো না

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কলকাতা:- মধ্যশিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন সভাপতি কল্যাণময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগের শেষ নেই। নিজের পদ কে ব্যবহার করে অজস্র চাকরি বিক্রির অভিযোগ তার বিরুদ্ধে। শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় জামিন পেলেন মধ্যশিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন সভাপতি কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়। ইডি মামলায় জামিন তাঁর জামিন মঞ্জুর করলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ। তবে এখনই জেল মুক্তি হচ্ছে না কল্যাণময়ের। উল্লেখ্য, এর আগে স্কুলে গ্রুপ সি কর্মী নিয়োগের মামলাটিতে জামিন পেয়েছিলেন কল্যাণময়। কিন্তু সেবারও তাঁর জেলমুক্তি হয়নি। কারণ সকালে জামিন পেলেও, সেই রাতেই অন্য এক মামলায় আবার গ্রেফতার হন কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়। কয়েক লক্ষ ছেলে মেয়ের জীবন যারা সর্বনাশ করেছেন, কল্যাণময় তাঁদের মধ্যে একজন।

নবম দশম শ্রেণিতে শিক্ষক নিয়োগ মামলায় সিবিআই গ্রেফতার দেখায় কল্যাণময়কে। আলিপুরের বিশেষ সিবিআই আদালতে তদন্তকারী সংস্থা কল্যাণময়কে আবার 'গ্রেফতার' হিসাবে দেখায়। নিয়োগ দুর্নীতি সামনে আসার পর একের পর এক গুরুতর বিস্ফোরক অভিযোগ ওঠে কল্যাণময়-সহ একাধিক প্রশাসনিক আধিকারিকদের বিরুদ্ধেও। সিবিআই ও ইডি দুই সংস্থাই পুরোদমে সেই নিয়োগের তদন্ত করছে। কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায় ছাড়াও অশোক সাহা, সুবীরেশ ভট্টাচার্য, শান্তিপ্রসাদ সিনহার বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ সামনে আসে। হাইকোর্টের পর্যবেক্ষণ, কল্যাণময় একজন অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তি। তাঁর যথেষ্ট সামাজিক পরিচিতি রয়েছে। তিনি তদন্তে সহযোগিতাও করছেন। সেক্ষেত্রে কল্যাণময়ের জামিন মঞ্জুর করা হয়, তবে অন্য মামলায় তিনি জেলেই থাকছেন।

সম্পাদকীয়

এসপিএমইপিসিআই-এর আওতায় পোর্টাল চালুর মাধ্যমে ভারত বিশ্বব্যাপী বৈদ্যুতিক গাড়ি নির্মাতাদের জন্য দরজা খুলে দিয়েছে

ভারী শিল্প মন্ত্রক ভারতের বৈদ্যুতিক যাত্রীবাহী গাড়ি উৎপাদনের বিষয়ে উৎসাহদান প্রকল্প (এসপিএমইপিসিআই)-এর আওতায় আবেদন জানানোর প্রক্রিয়ার পোর্টাল চালু করেছে।

২০২৪ সালের ১৫ মার্চ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এই প্রকল্পের বিষয়ে অবহিত করা হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে চলতি বছরের ২ জুন বিজ্ঞপ্তি নম্বর S.O. 2450(E)-এর মাধ্যমে বিস্তারিত ভাবে এই প্রকল্পের নির্দেশিকা জারি করা হয়। এই বিজ্ঞপ্তি এবং নির্দেশিকা মন্ত্রকের ওয়েবসাইট - https://heavyindustries.gov.in/scheme-promote-manufacturing-electric-passenger-cars-india-0 রয়েছে।

এই প্রকল্পের আওতায় যোগ্য আবেদনকারীদের কাছ থেকে আবেদনপত্র আহ্বান করা হচ্ছে এবং আবেদনকারীরা spmepci.heavyindustries.gov.in এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন। আবেদনের পোর্টালটি ২৪ জুন ২০২৫ সকাল ১০.৩০ মিনিট থেকে ২১ অক্টোবর ২০২৫ সন্ধে ৬টা পর্যন্ত খোলা থাকবে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দূরদর্শী নেতৃত্বে ভারত সরকার বৈদ্যুতিক যানবাহন (ইভি) ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে যাত্রীবাহী গাড়ির দেশীয় উৎপাদনে উৎসাহ যোগাতে এই ভবিষ্যৎমুখী প্রকল্প অনুমোদন করেছে। এতে ভারতকে গাড়ি উৎপাদন এবং উদ্ভাবনের জন্য বিশ্বের মধ্যে শীর্ষ স্থানে প্রতিষ্ঠা করবে।

পোর্টালের উদ্বোধনে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী এইচ. ডি. কুমার স্বামী বলেন, এই উদ্যোগ ভারতকে স্বচ্ছ, আত্মনির্ভর এবং ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত গতিশীল পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে। এসপিএমইপিসিআই প্রকল্পের আওতায় এই পোর্টাল চালু করার ফলে বিশ্বব্যাপী বৈদ্যুতিক যানবাহন নির্মাতাদের ভারতে গাড়ি উৎপাদনে বিনিয়োগের জন্য পথ খুলে দিয়েছে বলে তিনি জানান। এই প্রকল্প শুধুমাত্র ২০৭০ সালের মধ্যে ভারতে কার্বন নিঃসরণের মাত্রা শূন্যে নামিয়ে নিয়ে আসার লক্ষ্যই পূরণ করবে না, একই সঙ্গে একটি সুস্থায়ী, উদ্ভাবন ভিত্তিক অর্থনীতি গড়ে তোলার সংকল্পকে শক্তিশালী করে তুলবে। তিনি বলেন, এটি 'মেক ইন ইন্ডিয়া' এবং 'আত্মনির্ভর ভারত'-এর ভিতগুলিকে শক্তিশালী করবে। পাশাপাশি পরবর্তী প্রজন্মের গাড়ি উৎপাদন এবং প্রযুক্তির ক্ষেত্রে ভারতকে বিশ্বের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় দেশ হিসেবে গড়ে তুলবে।

এই প্রকল্প বিশ্বব্যাপী বৈদ্যুতিক যানবাহন নির্মাতাদের কাছে বিনিয়োগের আকর্ষণের কেন্দ্র হয়ে উঠবে এবং ভারতকে বৈদ্যুতিক যানবাহন উৎপাদনের গন্তব্য স্থান হিসেবে প্রচারে সহায়ক হবে। একই সঙ্গে এই প্রকল্পে কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করবে। অনুমোদিত আবেদনকারীদের এই প্রকল্পে ন্যূনতম ৪,১৫০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করতে হবে। এই প্রকল্প 'মেক ইন ইন্ডিয়া' এবং 'আত্মনির্ভর ভারত'-এর উদ্যোগগুলিকে আরও জোরদার করে তুলবে। পাশাপাশি বিশ্বব্যাপী এবং দেশীয় কোম্পানিগুলিকে ভারতে পরিবেশবান্ধব যানবাহন চলাচলের ক্ষেত্রে বিপ্লবে সক্রিয় অংশীদার হতে সক্ষম করে তুলবে।

তুমি লক্ষ্মী-সরস্বতী

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(চতুর্থ পর্ব)

হিন্দুদের পাশাপাশি অন্য ধর্মাবলম্বী মানুষও উৎসবে যোগ দিচ্ছেন।পূজার আগের দিন সংযম পালন সনাতন ধর্মাবলম্বীদের গভীর শিক্ষা দেয়। ছোটবেলায় শ্রীশ্রী সরস্বতী পূজায় সংযমের দিন মাছ-মাংস পরিহার, নিরামিষ আহার, আতপ চালের ভাত খাওয়া, উপোস থাকা সম্ভব হবে কি-না এসব নিয়ে এবং পূজার দিন উপবাস থাকা, পুষ্পাঞ্জলি অর্পণে হয় আনন্দঘন এক আয়োজন! আর এ সময়ই একজন সনাতন ধর্মাবলম্বী তথা কোমলমতি শিক্ষার্থীও ধর্মীয় চেতনা পেয়ে থাকে। লক্ষণীয়, আমরা (বড়রা) প্রতিমায় ভক্তি

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(১ম পাতার পর)

অনুব্রত কাণ্ডে পুলিশ সুপারকে দিল্লি তলব জাতীয় মহিলা কমিশনের

বলেননি। উল্লেখ্য, এই কাণ্ডে অনুব্রত মণ্ডল একবার থানায় হাজিরা দিয়েছিলেন। আদালত থেকে জামিন নিয়েছেন। পরে আর আদালত বা থানায় তিনি যাননি। বিরোধীদের অভিযোগ, অনুব্রত প্রভাবশালী বলে ছাড় দেওয়া হচ্ছে।গত ২৯ মে একটি অডিও প্রকাশ্যে আসে। যেখানে বীরভূমের প্রাক্তন জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডলের নাম করে এক ব্যক্তি বোলপুরের আইসি লিটন হালদারের সঙ্গে অকথ্য ভাষায় কথা বলছিলেন। অডিওটিতে আইসির মা-স্ত্রীকে নিয়ে কুকথা করতে শোনা যায় সেই ব্যক্তিকে। ওই কাণ্ডে জাতীয় মহিলা কমিশন জেলা পুলিশের কাছে রিপোর্ট চায়। জেলা পুলিশ সুপার রিপোর্ট পাঠান। কিন্তু তাতে সন্তুষ্ট হয়নি মহিলা কমিশন। ফের চিঠি পাঠায় কমিশন।

চিঠিগুলিতে প্রশ্ন তোলা হয়, আইসি লিটন দাসের ফোন বাজেয়াপ্ত করা হলেও কেন অনুব্রত মণ্ডলের ফোন বাজেয়াপ্ত করা হয়নি? অনুব্রতের বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য ধারায় অভিযোগ দায়ের করা হলেও, কেন কেষ্ট বাইরে ছিলেন দীর্ঘদিন। তদন্ত কত দূর? সূত্রের খবর, একাধিক প্রশ্নের উত্তর দিয়ে পুলিশ সুপার জানিয়েছেন, অনুব্রত তদন্তে সাহায্য করছেন। আইসির ফোন পরীক্ষা করা হচ্ছে সেই রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

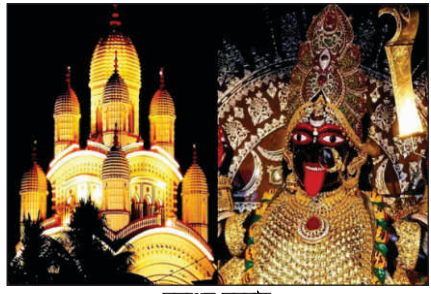

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

এ কথাও ঠিক যে হরপ্পায় দীপান্বিতা প্রচলিত থাকার কোনও প্রমাণ নেই, যদিও ঊষার বোধনের একটা প্রমাণ আছে। ঊষা হরপ্পায় বর্তমান ছিলেন প্রমাণ আছে, আর ঊষার শারদীয়া বোধন হত তার প্রমাণ আছে।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

'অম্বুবাচী' কেন পালিত হয় এবং দেবী কামাখ্যার পৌরাণিক কাহিনী

(গ্রীষ্মের প্রখর দাবদাহে বসুন্ধরা যেন সিক্ত হয়)

বেবি চক্রবর্ত্তী

(তৃতীয় পর্ব)

অম্বুবাচীর এই তিন দিনকে পৃথিবীর ঋতুকাল হিসেবে ধরা হয়।তান্ত্রিক বিচার ধারা মতে, অম্বুবাচী প্রবৃত্তি বসুন্ধরাকে উর্বর করে তোলে। মাটির উর্বরা শক্তি বৃদ্ধি পেলে শস্য উৎপাদন বৃদ্ধি হয়। আর শস্য-শ্যামল সমৃদ্ধ পৃথিবীর জন্যই সন্তানগণ প্রার্থনা করেন মাতা ধরিত্রীর কাছে।

তখন শুরু হয় অম্বুবাচী প্রবৃত্তি। ঠিক তিন দিন পরে যেটা শেষ হয়, সেটা হল অম্বুবাচী নিবৃত্তি। প্রাচীন কাল থেকেই এই নিবৃত্তির পরই ফের জমিতে চাষাবাদ করতেন কৃষকেরা। প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী, ঋতুকালে মেয়েরা অশুচি থাকেন। একই ভাবে পৃথিবীও এই অম্বুবাচী বা অমাবতির তিন দিন অশুচি থাকেন বলে ধরে নিয়ে চাষিরা আর মাঠে যান না। এখনও বিভিন্ন জায়গায় এই নিয়ম মেনে চলা হয়।

এদিন কামাক্ষা মন্দিরে মাতৃরূপে কুমারী পূজাও করা হয়।

পৌরাণিক কাহিনীতে দেবী কামাখ্যার ইতিহাসের:-

মহাভারত এবং রামায়ণে এই অঞ্চলকে প্রাগজ্যোতিষ হিসেবে আখ্যায়িত হয়েছে। ইরিত্রিয় সাগরের পেরিপ্লাস প্রথম শতাব্দী এবং টলেমির জিওগ্রাফিয়াতে দ্বিতীয় শতাব্দী এই অঞ্চলকে কিরহাদিয়া নামে আখ্যায়িত করেছে যা কিরাত জনগণের নামে নামাঙ্করণ করা হয়েছে। কামরূপের প্রথম মহাকাব্যিক উল্লেখ পাওয়া যায় ৪র্থ শতাব্দীর সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদের প্রশস্তিতে, যা এক ঐতিহাসিক সময়কালের সুচনাপাতের নির্দেশক। চৈনিক পর্যটক সুয়ানচাং ৭ম শতাব্দীর দিকে ভাস্করবর্মণের শাসনকালে এই রাজ্য ভ্রমণ করেন। কামরূপের রাজাদের বিশেষ করে ভাস্করবর্মণের বিভিন্ন অভিলিখন থেকে অনেক মূল্যবান তথ্য পাওয়া সম্ভব হয়। কালিকা পুরাণ এবং চৈনিক পর্যটক সুয়ানচাং-এর মতে কামরূপের পশ্চিম সীমানায় ঐতিহাসিক করোতয়া নদী এবং পূর্ব সীমায় তামেশ্বরী দেবীর মন্দির যা ছিল আসাম রাজ্যের সর্বপূর্বে অবস্থিত বর্তমান সাদিয়ার নিকট। দক্ষিণ সীমানা ছিল বর্তমান বাংলাদেশের ঢাকা এবং ময়মনসিংহ জেলার মধ্যবর্তী এলাকায়। ফলে এটি সমগ্র ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা নিয়ে গঠিত ছিল এবং সময়ে সময়ে বর্তমান সময়ের ভুটান এবং বাংলাদেশের কিছু অংশও এর অধীন ছিল। এর প্রমাণ এই অঞ্চলে প্রাপ্ত বিভিন্ন ঐতিহাসিক দলিলাদি থেকে পাওয়া যায়। রাজ্যটি ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যে সম্পুর্নরূপে ভেঙে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে পরিণত হয় এবং এগুলোর মধ্য হতেই এই রাজ্যের উত্তরসুরী হিসেবে পশ্চিমে কামাতা রাজ্য এবং পূর্বে অহোম রাজ্যের উত্থান ঘটে।

১৫৮১ সালে কামাতা রাজ্যের তদানীন্তন শাসক কোচ রাজা নারায়ণ রায় তাঁর রাজ্যকে দুই ভাগ করেন এবং শঙ্কোশ নদীর পশ্চিম অংশ নিজে রেখে পূর্ব অংশ তার ভাইয়ের ছেলে চিলারায়কে উপঢৌকন দেন। বর্তমান আসাম-পশ্চিমবঙ্গ সীমানার মধ্যে এই বিভাজনের গভীর ছাপ লক্ষ করা যায়। নারায়ণের শাসনামলের পর ১৬০২ থেকে পরবর্তীতে পূর্বকোচ রাজ্য বারংবার মুঘলদের আক্রমণের স্বীকার হয় এবং ১৬১৫ সালে এটি মুঘল এবং অহমদের যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয় যা কিনা সপ্তাদশ শতাব্দী পর্যন্ত চলতে থাকে যখন অহোমরা মুঘলদের শেষবারের মতো পিছু হটতে বাধ্য করে। রাজ্যের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ অহোমদের হাতে ১৮২৬ সাল পর্যন্ত ব্রিটিশদের আগমনের আগে পর্যন্ত অক্ষুন্ন থাকে।

পৌরানিক কাহিনী বলে :- সৃষ্টির একবারে আদি মুহূর্তে সৃষ্টি কর্তারা যখন জগত তৈরির কাজে ব্যস্ত হলেন। পাগল শিব তখন

ক্রমশঃ

আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

Emergency Contacts
Ambulance - 102
Ambulance (Randhumahal Club) - 9735697689
Child Line – 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219 (Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364, (Cham) 255264
Dr. A.K. Bhartacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

Administrative Contacts
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

Contacts of Railway Stations & Banks
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	02 ভারত মেডিকেল হল	03 সপ্না মেডিকেল হল	04 ভারত মেডিক্যাল হল	05 ঘোষ মেডিকেল	06 ঔষধ ঘর
07 আরোগ্য মেডিক্যাল	08 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	10 জীবন জ্যোতি ফার্মেসী	11 সিনহা মেডিকেল হল	12 গোকুল ফার্মেসী
13 ঔষধ ঘর	14 সৌভিক ফার্মেসি	15 নির্মলা মেডিকেল হল	16 মাতৃ ফার্মেসী	17 ইউনিক ফার্মেসী	18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি
19 ঘোষ মেডিকেল	20 সৌভিক ফার্মেসি	21 আরোগ্য মেডিকেল	22 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	23 শোভা মেডিকেল হল	24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার
25 সিনহা মেডিকেল হল	26 ঘোষ মেডিকেল	27 মাতৃ ফার্মেসী	28 সৌভিক ফার্মেসি	29 নির্মলা মেডিকেল হল	30 মাতৃ ফার্মেসী

সাইবার সতর্কতা

সাইবার জালিয়াতি প্রতিরোধের উপায়

ভেবে চিন্তে ক্লিক করুন

জটিল পাসওয়ার্ড ব্যবহার করুন

সফ্টওয়্যার আপডেট রাখুন

Wi-Fi নিরাপত্তা

সতর্ক থাকুন, নিরাপদে থাকুন

সি.আই.ডি. পশ্চিমবঙ্গ

চরিত্রহননের দায়ে' মোল্লা ইউনূসকে আইনি নোটিশ পাঠালেন বঙ্গবন্ধুর নাতনি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ঢাকা: ক্ষমতায় আসীন হয়েই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পরিবারের ভাবমূর্তি কলুষিত করতে লুঙ্গি তুলে ঝাঁপিয়েছেন 'রাজাকার' মোল্লা মুহাম্মদ ইউনূস। একের পর এক দুর্নীতির অভিযোগ তুলে সংবাদমাধ্যমকে ব্যবহার করে মুজিব পরিবারের বিরুদ্ধে মানুষের মনে ঘৃণা ছড়ানোর গভীর ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছেন।চলতি মাসের শুরুতে বিএনপির ভাপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সঙ্গে বৈঠক করতে লন্ডনে গিয়েছিলেন ইউনূস। ওই সময়ে তার সঙ্গে দেখা করার জন্য সময় চেয়ে চিঠি দিয়েছিলেন টিউলিপ। কিন্তু সময় দেননি ইউনূস। ওই প্রসঙ্গ উত্থাপন করে নোটিশে বলা হয়েছে, 'লন্ডনে টিউলিপের সঙ্গে আপনি যেভাবে সাক্ষাৎ এড়িয়ে গিয়েছেন, তাতেই প্রমাণিত আপনি কিংবা দুর্নীতি দমন কমিশন যে দুর্নীতির অভিযোগ তুলেছে তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।'রেহাই মেলেনি বঙ্গবন্ধুর নাতনি তথা ব্রিটিশ সাংসদ টিউলিপ সিদ্দিকেরও। ইউনূসের নির্দেশে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় দুর্নীতিগ্রস্থ প্রতিষ্ঠান হিসাবে পরিচিত দুর্নীতি দমন কমিশনও প্রতিদিন ঘটা করে টিউলিপের বিরুদ্ধে কল্পনিক অভিযোগ এনে চলছে। এবার ইচ্ছাকৃতভাবে তাঁর চরিত্রহননের জন্য রাজাকার মোল্লা ইউনূস ও দুর্নীতি দমন কমিশনকে আইনি নোটিশ পাঠালেন বঙ্গবন্ধুর নাতনি। ব্রিটেনের প্রখ্যাত আইনি প্রতিষ্ঠান স্টেফেনসন হারউড এলএলপির মাধ্যমে ওই নোটিশ পাঠানো হয়েছে।

ইউনূসকে পাঠানো নোটিশে বলা হয়েছে, 'গত ৫ অগস্ট দেশ ছেড়ে প্রধানমন্ত্রী সেখ হাসিনা চলে যাওয়ার পরে আবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করেই বঙ্গবন্ধু পরিবারের ভাবমূর্তি কলুষিত করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছেন আপনি। দুদকের সঙ্গে মিলিয়ে পরিকল্পিতভাবে টিউলিপ সিদ্দিকের বিরুদ্ধে মিথ্যার বেসাতি চালিয়েছেন। বার বার দুর্নীতি দমন কমিশনকে চিঠি পাঠিয়ে টিউলিপের বিরুদ্ধে অভিযোগের তথ্য-প্রমাণ চাওয়া হয়েছিল। কিন্তু দুর্নীতি দমন কমিশন ওই চিঠির জবাব দেয়নি। তাতেই স্পষ্ট টিউলিপের বিরুদ্ধে দুর্নীতির কোনও প্রমাণই নেই।'

ইরান ও ইসরায়েলকে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা আমেরিকার

বেবি চক্রবর্ত্তী

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বলেছেন, বি-২ বোমারু বিমান ইরান ও ইসরায়েলকে 'চিরকালের' যুদ্ধবিরতিতে নিয়ে এসেছে ইরানের বিরুদ্ধে ইসরায়েলের অবিরাম সামরিক অভিযান শুরুর বারো দিন পর তেহরান ঘোষণা করেছে যে তারা যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হয়েছে, যার ফলে গুরুত্বপূর্ণ পারমাণবিক ও সামরিক স্থাপনা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং শত শত বেসামরিক লোক নিহত হয়েছে।

কাতারে মার্কিন ঘাঁটিতে প্রতিশোধমূলক ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে ইরান বি-২ বোমারু বিমান ইরান ও ইসরায়েলকে 'চিরকালের' যুদ্ধবিরতিতে নিয়ে এসেছে, ট্রাম্প বলেছেন তেহরান অভ্যন্তরীণ ইভিন কারাগার বোমা দিয়ে নয় বরং জনগণের ইচ্ছায় ধ্বংস করার জন্য তৈরি করা হয়েছিল ইরানের সবচেয়ে কুখ্যাত কারাগার, ইভিনে আমি সময় কাটিয়েছি, যেটি সোমবার ইসরায়েল বোমা মেরেছিল।আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের মধ্যে অর্ধ ডজনও সেখানে ছিলেন। আমরা কি এটিকে সমতল করতে চাই, একটি পার্কে পরিণত করতে চাই? হ্যাঁ। আমরা কি এটি বোমা হামলায় খুশি? না।

ফোর্ডো পারমাণবিক স্থাপনায় মার্কিন হামলার পর সংঘাত—কট্টরপন্থীরা সামরিক প্রতিশোধের দাবি জানাচ্ছে, অন্যদিকে মধ্যপন্থী এবং সংস্কারবাদীরা ভয়াবহ পরিণতির সতর্ক করছে। অতি-কট্টরপন্থীদের আধিপত্যে থাকা রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন হামলার কয়েক ঘন্টা পরেই উত্তেজনা বৃদ্ধির ইঙ্গিত দেয়।

"প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে, আমাদের বাহরাইনে মার্কিন নৌবহরের উপর ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালাতে হবে এবং একই সাথে আমেরিকান, ব্রিটিশ, জার্মান এবং ফরাসি জাহাজের জন্য হরমুজ প্রণালী বন্ধ করে দিতে হবে।"

কিন্তু অনেক মধ্যপন্থী কণ্ঠ সতর্ক করে দিয়েছে যে এই ধরনের কঠোর পদক্ষেপ ইরানকে আরও বিপজ্জনক অবস্থানে ফেলবে। "হরমুজ প্রণালী বন্ধ করে দিলে প্রতিবেশী দেশগুলো—এমনকি চীন ও ভারতের মতো খেলোয়াড়রাও—ইরানের সাথে সরাসরি সংঘর্ষে লিপ্ত হবে," সাংবাদিক এহসান বোদাঘি পোস্ট করেছেন।

সম্ভবত শান্ত ও দূরদর্শিতার আহ্বান জানানোর ক্ষেত্রে সবচেয়ে বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব হলেন প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ খাতামি।

"সমস্ত সিদ্ধান্ত, অবস্থান এবং কূটনৈতিক বা প্রতিরক্ষামূলক পদক্ষেপ প্রজ্ঞা এবং দীর্ঘমেয়াদী চিন্তাভাবনার সাথে নেওয়া উচিত, আবেগগত প্রতিক্রিয়া বা প্রতিশোধের খাঁটি আকাঙ্ক্ষা থেকে মুক্ত," সংস্কারবাদী সংবাদমাধ্যম জামারান তাকে উদ্ধৃত করে বলেছে।

অর্থনীতিবিদ এবং প্রাক্তন কর্মকর্তা রেজা কাশেফ গান্ধীর একটি উক্তি দিয়ে এই আহ্বানের প্রতিধ্বনি করেছেন: "প্রকৃত শক্তি আত্মসংযম এবং ধৈর্যের মধ্যে নিহিত, তাড়াহুড়ো প্রতিক্রিয়ায় নয়।"

অন্যদিকে ইরানে দেশব্যাপী ইন্টারনেট বন্ধের ফলে অনলাইনে জনসাধারণের আলোচনার পরিমাণ তীব্রভাবে হ্রাস পেয়েছে।

যদিও অভ্যন্তরীণ ব্যক্তিরা—বিশেষ করে কট্টরপন্থীরা—প্রায়শই বিশেষাধিকারপ্রাপ্ত প্রবেশাধিকার বজায় রেখেছেন, সাধারণ ইরানিরা—এবং এমনকি মধ্যপন্থী অভ্যন্তরীণ ব্যক্তিরাও— কার্যকরভাবে চুপ করে গেছে। ফোর্ডো-পরবর্তী বর্ণনায় ভারসাম্যহীনতা কট্টরপন্থী কণ্ঠস্বরকে আরও প্রশস্ত করেছে।

"মূল সমস্যা হলো আমেরিকা আনুষ্ঠানিকভাবে ইরানের সাথে যুদ্ধে প্রবেশ করেছে, এবং যদি তারা জোরালোভাবে প্রতিক্রিয়া না দেখায় তাহলে ইরানের প্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যাবে," অতি-কট্টরপন্থী এমপি আমির-হোসেইন সাবেতি X-এ পোস্ট করেছেন।

IRGC-সংশ্লিষ্ট দৈনিক জাভানের প্রাক্তন সম্পাদক আবদুল্লাহ গঞ্জি আরও স্পষ্টভাবে বলেছেন—এবং নাটকীয়।

তেহরানের পদক্ষেপ হওয়া উচিত পারমাণবিক অস্ত্র বিস্তার রোধ চুক্তি থেকে সরে আসা, জাতিসংঘের পরিদর্শকদের বহিষ্কার করা এবং নীরবতা। "এই নীরবতা," তিনি X-এ পোস্ট করেছেন, "একটি অত্যন্ত শক্তিশালী বোমা বিস্ফোরণের শব্দে পরিণত হবে, এবং তারা আপনার কাছে ছাড় নিয়ে আসবে।"

কর্মী হাতেফ সালেহি প্রতিবেশী দেশগুলিতে মার্কিন ঘাঁটির একটি মানচিত্র পোস্ট করেছেন যার ক্যাপশনে বলা হয়েছে: "আমাদের কোনটিতে প্রথমে আক্রমণ করা উচিত?"

গত দুই দিনে এই ধরনের কণ্ঠস্বর প্রাধান্য পেয়েছে বলে মনে হওয়ার আরেকটি কারণ হল সংযমের পক্ষে কথা বলার ঝুঁকি।

প্রতিশোধের প্রজ্ঞা নিয়ে প্রকাশ্যে প্রশ্ন তোলা খামেনির অবস্থানের বিরোধিতা হিসাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে—এবং বর্তমান যুদ্ধকালীন পরিবেশে, এর গুরুতর পরিণতি হতে পারে।

তবুও, কেউ কেউ মাইনফিল্ডে পা রাখার চেষ্টা করেছিল।

"অধিকাংশ দেশপ্রেমিক আগ্রাসনের সময় জাতির চেতনাকে দুর্বল করতে চান না," বিশিষ্ট প্রযুক্তি নেতা নিমা নামদারি X-তে পোস্ট করেছেন। "কিন্তু যুদ্ধের বাস্তবতা ... এবং ক্ষমতায় থাকা ব্যক্তিদের সম্পর্কে আমাদের বোধগম্যতা সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া নিয়ে চিন্তা না করা অসম্ভব করে তোলে।"

"তাহলে সমাধান কী, আসলে," তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "আমাদের কি চুপ থাকা উচিত?"

সিনেমার খবর

‘মহাভারত’ হতে পারে আমির খানের শেষ সিনেমা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউডের ‘মিস্টার পারফেকশনিস্ট’ খ্যাত আমির খান হয়তো এবার বিদায়ের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। ইঙ্গিত দিয়েছেন, তাঁর স্বপ্নের প্রকল্প ‘মহাভারত’-ই হতে পারে তাঁর অভিনয় জীবনের শেষ সিনেমা।

সম্প্রতি ‘হিন্দুস্তান টাইমস’-এ দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে আমির বলেন, “মহাভারত আমার স্বপ্নের প্রজেক্ট। আমি মনে করি, এটা এমন এক কাজ, যা একবার করলে মনে হবে জীবনে আর কিছুই বাকি নেই। এতটাই আবেগঘন, বিস্তৃত আর মহিমান্বিত এই কাহিনি। এই মহাকাব্যে যা কিছু রয়েছে, তা জীবনেও আছে।”

৫৯ বছর বয়সী এই অভিনেতা আরও বলেন, ‘মহাভারতের মতো জটিল ও গভীর প্রকল্পের পর হয়তো মনে হবে নতুন করে আর কিছু বলার নেই। নিশ্চিত না, তবে এমনটাই মনে হচ্ছে।’

তবে এখানেই থেমে যেতে চান না তিনি। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কাজ করে যেতে চান বলেও জানিয়েছেন আমির খান। তাঁর কথায়, “আমি চাই, আমার মৃত্যু হোক পায়ে জুতো পরে।” অর্থাৎ কাজ করতে করতেই চলে যেতে চান তিনি।

আমির এখন ব্যস্ত ‘সিতারে জামিন পার’ সিনেমার প্রচারণা নিয়ে। এই সিনেমাটির মাধ্যমেই ‘লাল সিং চাড্ডা’র পর আবারও বড় পর্দায় ফিরছেন তিনি।

‘সিতারে জামিন পার’ মূলত ২০০৭ সালের বহুল প্রশংসিত ‘তারে জামিন পার’-এর সিকুয়েল। এই ছবিতেও আমির কেবল অভিনয়ই করেননি, বরং প্রযোজনার দায়িত্বও নিয়েছেন।

এবারের সিনেমায় তাঁর বিপরীতে অভিনয় করছেন জেনেলিয়া ডি সুজা। ছবিতে রয়েছে আরও চমক। একসঙ্গে ১০ নতুন মুখকে বড় পর্দায় হাজির করছেন আমির খান। তাঁরা হলেন:

আরৌশ দত্ত, গোপী কৃষ্ণ ভার্মা, সাম্বিত দেশাই, বেদান্ত শর্মা, আয়ুষ বানসালি, আশীষ পেন্ডসে, ঋষি সাহানি, ঋষভ জৈন, নমন মিশ্র এবং সিমরান মঙ্গেশকর।

তাছাড়া এই ছবিতে আরও রয়েছেন দারশিল সাফারি, সোনালি কুলকার্নি, ব্রিজেন্দ্র কালা এবং সুরেশ মেননের মতো অভিজ্ঞ অভিনেতারা।

‘সিতারে জামিন পার’ সিনেমাটি মুক্তি পাবে ২০ জুন। এখন দেখার অপেক্ষা, এই ছবি দিয়ে আমির খান আবার কতটা দর্শকের হৃদয় জয় করতে পারেন। আর তার পরেই শুরু হতে পারে সেই বহু প্রতীক্ষিত ‘মহাভারত’-এর যাত্রা।

আলিয়ার আলফা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউড অভিনেত্রী আলিয়া ভাট ও শর্বরীর নতুন চলচ্চিত্র আলফা ঘিরে উদ্দীপনা ক্রমেই বাড়ছে। ওয়াইআরএফ স্পাই ইউনিভার্সে প্রথমবারের মতো নারী নেতৃত্বে নির্মিত এ অ্যাকশন-থ্রিলারটি চলতি বছরের সবচেয়ে আলোচিত চলচ্চিত্রগুলোর একটা হতে যাচ্ছে।

এদিকে ভারতীয় গণমাধ্যম ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের প্রতিবেদনে জানা গেছে, সিনেমা মুক্তির আগে আলিয়া ও শর্বরীকে দেখা যাবে সিনেমার বিশেষ একটি গানে। যেটি হতে যাচ্ছে বিগ বাজেটের। গানটির দৃশ্যায়ন ঘিরে দুজনই করেছেন কঠোর পরিশ্রম। ‘আলফা’ সিনেমার একজন ঘনিষ্ঠ সূত্র জানিয়েছে, আলিয়া ও শর্বরী দুজনই গানটি নিয়ে অত্যন্ত উচ্ছ্বসিত। এর মধ্য দিয়ে আলিয়া স্পাই ইউনিভার্সে আত্মপ্রকাশ করবেন এবং এ ফ্র্যাঞ্চাইজিতে নেতৃত্ব দেওয়া প্রথম নারী হবেন। সিনেমায় আলিয়া ও শর্বরীর সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় রয়েছে অনিল কাপুর ও ববি দেওল। বিশেষ অতিথির ভূমিকায় দেখা যাবে হৃতিক রোশনকে। আলফা ২০২৫ সালের ক্রিসমাসে গ্র্যান্ড থিয়েট্রিক্যাল রিলিজ পেতে যাচ্ছে। অন্যদিকে আলিয়া ভাটকে আরও দেখা যাবে ‘লাভ অ্যান্ড ওয়ার’ সিনেমায়, যা পরিচালনা করছেন সঞ্জয় লীলা বানসালি। এ চলচ্চিত্রে আলিয়ার সঙ্গে অভিনয় করবেন রণবীর কাপুর ও ভিকি কৌশল।

কোন কারণে পার্টি এড়িয়ে চলেন কারিনা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ক্যারিয়ারে আড়াই দশক পূর্ণ করা বলিউডি অভিনেত্রী কারিনা কাপুর তার জীবনযাপন নিয়ে দারুণ সচেতন। নড সাময়িকীকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে দুই সন্তানের মা কারিনা তার ক্যারিয়ার আর ফিটনেস রুটিন নিয়ে কথা বলেছেন।

৪৫ বছর বয়সী কারিনা বলেছেন, তিনি জীবন বেঁধেছেন নিয়মে। রাতের খাবার খেয়ে নেন সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে। ঘুমিয়ে পড়েন রাত ৯টর ভেতরে। আর শরীর চর্চা শুরু করেন ভোরের আলো ফোটার আগে। তখন অনেকেরই হয়ত ঘুম ভাঙে না। কারিনা জানিয়েছেন, তিনি এখন পার্টি এড়িয়ে চলার চেষ্টা করেন। তিনি বলেন, আমার বন্ধুরা জানেন আমি আর কোনো পার্টিতে থাকি না। তারা সেটা মেনেও নিয়েছেন।

কারিনার ভাষ্য, মা হওয়ার পর তিনি শরীরচর্চার গুরুত্ব ভালোভাবে বুঝতে পেরেছেন। কোভিড মহামারীর পর তিনি শরীরচর্চা নিয়ে বেশি কাজ করেছেন।

কারিনা জানান, আমি বুঝতে পেরেছি ফিটনেস বিষয়টা কেবল শারীরিক সৌন্দর্যের জন্য নয়। এটি মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য জরুরি। যদি কোনোদিন ব্যায়াম বাদ যায়, তাহলে মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। শরীরচর্চা তাকে শান্ত রাখে বলে জানিয়েছেন কারিনা।

পাকিস্তানের কোচের দায়িত্ব ছাড়ার কারণ জানালেন কার্স্টেন

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

গ্যারি কার্স্টেনের পাকিস্তানের সীমিত ওভারের দলের কোচের পদ থেকে পদত্যাগ করার পর পেরিয়ে গেছে সাত মাস। এতদিন পর অবশেষে বিষয়টি নিয়ে মুখ খুললেন তিনি। একটি ওয়ানডেতেও কোচিং না করিয়ে, ছয় মাস পরই কেন আচমকা দায়িত্ব ছেড়েছিলেন, তা খোলাসা করলেন দক্ষিণ আফ্রিকান এই কোচ।

২০২৪ সালের এপ্রিলে টেস্ট দলের কোচ জেসন গিলেস্পির সঙ্গে সাদা বলের ক্রিকেটের কোচ হিসেবে কার্স্টেনের নাম ঘোষণা করেছিল পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। দায়িত্বের মেয়াদ ছিল দুই বছর। কিন্তু ওই বছরের অক্টোবরে অস্ট্রেলিয়া ও জিম্বাবুয়ে সফরের জন্য পাকিস্তানের সীমিত ওভারের দল ঘোষণার একদিন পরই পদত্যাগ করেন কার্স্টেন।

নতুন নির্বাচক কমিটি দায়িত্ব নেওয়ার পর দল নির্বাচনী প্রক্রিয়া থেকে দুই কোচকেই সরিয়ে নিয়েছিল বোর্ড। তখন বিষয়টি নিয়ে টেস্ট দলের কোচ গিলেস্পি বিস্ময় ও হতাশা প্রকাশ করেন প্রকাশ্যেই। কার্স্টেন তখন প্রকাশ্যে কোনো মন্তব্য করেননি। তবে

তিনিও ভীষণ অসন্তুষ্ট ছিলেন বলে খবর এসেছিল পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যমে। উইজডেন ক্রিকেট প্যাট্রিয়ন পডকাস্ট-এ ৫৭ বছর বয়সী কার্স্টেন বললেন, সাদা বলের কোচ হিসেবে তার কর্তৃত্বের অভাব তাকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করেছিল।

তিনি জানান, "কয়েকটা মাস ছিল বেশ অস্থির। আমি খুব দ্রুত বুঝতে পেরেছিলাম যে, (কোচ হিসেবে) আমার খুব বেশি প্রভাব থাকবে না। যখন আমাকে দল নির্বাচনী প্রক্রিয়া থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং দল গঠন করতে পারিনি, তখন কোচ হিসেবে দলের ওপর কোনো ধরনের ইতিবাচক প্রভাব রাখা আমার জন্য খুব কঠিন হয়ে পড়েছিল।"

প্রস্তাব পেলে আবার পাকিস্তানকে কোচিং করাতে চান কার্স্টেন। তবে সেক্ষেত্রে কিছু শর্ত আছে ভারতের হয়ে ২০১১ বিশ্বকাপজয়ী এই কোচের। তিনি জানান, "আগামীকাল যদি আমাকে পাকিস্তানে আবার আমন্ত্রণ জানানো হয়, আমি যাব। তবে খেলোয়াড়দের জন্য এবং সঠিক পরিস্থিতিতে যেতে চাই।"

কার্স্টেন বলেন, "ক্রিকেট দলগুলোকে ক্রিকেটের লোকদের দিয়ে চালাতে হবে। যখন সেটা হয় না এবং যখন বাইরে থেকে প্রচুর কথা হয়, তখন দলের নেতাদের পক্ষে যাত্রা করা খুব কঠিন হয়ে পড়ে। অন্যান্য বিষয় নিয়ে কাজ করার ক্ষেত্রে আমি এখন অনেক বয়স্ক একজন, আমি কেবল একটি ক্রিকেট দলকে কোচিং করতে চাই, খেলোয়াড়দের সঙ্গে কাজ করতে চাই। আমি পাকিস্তানের খেলোয়াড়দের পছন্দ করি, তারা চমৎকার ছেলে। তাদের সঙ্গে আমার খুব কম সময় ছিল।"

কার্স্টেনের পদত্যাগের মাস দেড়েক পর টেস্ট দলের দায়িত্ব ছাড়েন গিলেস্পিও। তাদের বিদায়ের পর দেশের সাবেক পেসার আকিব জাভেদকে অন্তর্বর্তীকালীন কোচ হিসেবে নিয়োগ দেয় পিসিবি। পরে গিলেস্পি অভিযোগ করে বলেন, তাকে ও কার্স্টেনকে সরিয়ে কোচের চেয়ারে বসতে 'আড়ালে থেকে' আকিব অনেক কিছু করেছেন। তখন আকিবকে সরাসরি 'ভাঁড়' বলেও অভিহিত করেন সাবেক অস্ট্রেলিয়ান পেসার।

সম্প্রতি আকিবের জায়গায় নিউজিল্যান্ডের সাবেক ও বেশ সফল কোচ মাইক হেসনকে সাদা বলের দলের দায়িত্ব দেয় পিসিবি। এখন লাল বলের কোনো কোচ নেই পাকিস্তানের।

ডগেটের ইনজুরিতে অস্ট্রেলিয়া টেস্ট দলে অ্যাবট

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

চোটের কারণে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফর থেকে ছিটকে পড়েছেন অস্ট্রেলিয়ার পেসার ব্রেভান ডগেট। তার পরিবর্তে টেস্ট দলে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন আরেক অভিজ্ঞ পেসার শন অ্যাবট। রোববার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া।

৩১ বছর বয়সী ডগেট লর্ডসে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে দলের সফরসঙ্গী ছিলেন। ক্যারিবিয়ানে তার টেস্ট অভিষেকের কথা থাকলেও নিতম্বে হালকা চোটের কারণে তাকে দেশে ফিরতে হচ্ছে।

শেফিল্ড শিল্ডের সদ্যসমাপ্ত মৌসুমে দুর্দান্ত পারফর্ম করে ডগেট দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার হয়ে ফাইনালে ১১ উইকেট নেন এবং জয়ের বড় নায়ক হন। এরপর কাউন্টি ক্রিকেটে ডারহামের হয়ে ভালো ছন্দে থাকলেও ক্যারিয়ারের প্রথম টেস্ট খেলার স্বপ্ন এবারও পূরণ হলো না।

ডগেটের বদলি হিসেবে দলে আসা ৩৩ বছর বয়সী শন অ্যাবট এখনো টেস্টে অভিষেকের অপেক্ষায় আছেন। যদিও তিনি অস্ট্রেলিয়ার হয়ে ইতোমধ্যে ২৮টি ওয়ানডে এবং ২০টি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলেছেন। অ্যাবট এ বছরের শুরুতে শ্রীলঙ্কা সফরের টেস্ট দলে ছিলেন, এর আগে ভারতের বিপক্ষে ঘরের মাঠে টেস্ট স্কোয়াডেও জায়গা পেয়েছিলেন।

তাকে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া সেই সব দুর্ভাগা ক্রিকেটারদের একজন হিসেবে বিবেচনা করে, যারা নিয়মিত জাতীয় দলের আশপাশে থেকেও এখনও টেস্ট ক্যাপ পাননি।

অস্ট্রেলিয়া ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের মধ্যকার তিন ম্যাচের টেস্ট সিরিজ শুরু হবে ২৫ জুন বারবাডোজে। এরপর দ্বিতীয় টেস্ট গ্রেনাডা ও তৃতীয় টেস্ট অনুষ্ঠিত হবে জ্যামাইকায়।

টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে শনিবার দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে ৫ উইকেটে হেরে যায় আগের চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়া।

অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট স্কোয়াড: প্যাট কামিন্স (অধিনায়ক), স্কট বোল্যান্ড, অ্যালেক্স কেয়ারি, ক্যামেরন গ্রিন, জশ হেইজেলউড, ট্রাভিস হেড, জশ ইংলিস, উসমান খাওয়াজা, স্যাম কনস্টাস, ম্যাথু কুনেমান, মার্নাস লাবুশেন, ন্যাথান লায়ন, স্টিভেন স্মিথ, মিচেল স্টার্ক, বাউ ওয়েবস্টার, শন অ্যাবট।

যুদ্ধের কারণে ইরানে আটকা পড়েছেন ইন্টার মিলানের ফরোয়ার্ড

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ইরান-ইসরায়েল যুদ্ধের কারণে নিজ দেশেই আটকা পড়েছেন ইন্টার মিলানের অভিজ্ঞ ফরোয়ার্ড মেহদি তারেমি। ফলে আসন্ন ক্লাব বিশ্বকাপে ইন্টার মিলানের হয়ে মাঠে নামা হচ্ছে না এই ইরানি তারকার।

গত মঙ্গলবার বিশ্বকাপ বাছাই পর্বে উত্তর কোরিয়ার বিপক্ষে ইরানের হয়ে একটি গোল করেছিলেন ৩২ বছর বয়সী তারেমি। এরপরই লস অ্যাঞ্জেলসে ক্লাব বিশ্বকাপে ইন্টার মিলানের স্কোয়াডে যোগ দেওয়ার কথা ছিল তার। কিন্তু যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে বন্ধ হয়ে গেছে ইরানের সব আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। ফলে শনিবার তার নির্ধারিত ফ্লাইট বাতিল হয়ে যায়।

ইতালিয়ান সংবাদমাধ্যমগুলো জানিয়েছে, এই সংঘাত দীর্ঘস্থায়ী হলে পুরো ক্লাব বিশ্বকাপেই খেলা হতে পারে না তারেমির। ফলে দলের গুরুত্বপূর্ণ এক ফুটবলারের

অনুপস্থিতি নিয়ে চিন্তিত ইন্টার মিলান।

ইরানের রাজধানী তেহরানের আজাদি স্টেডিয়ামে উত্তর কোরিয়ার বিপক্ষে ৩-০ গোলের জয়ে একটি গোল করে নিজের জাত আরও একবার চিনিয়েছেন তারেমি। জাতীয় দলের হয়ে এখন পর্যন্ত ৯৪ ম্যাচে করেছেন ৫৫ গোল, যা তাকে ইরানের ইতিহাসে তৃতীয় সর্বোচ্চ গোলদাতার তালিকায় নিয়ে গেছে।

২০২৪ সালে পোর্তো ছেড়ে তিন বছরের চুক্তিতে ইন্টার মিলানে যোগ দেন তারেমি। সদ্যসমাপ্ত মৌসুমে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ৪৩টি ম্যাচ খেলে করেন ৩টি গোল, বেশিরভাগ সময় মাঠে নামেন বদলি হিসেবে।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR